আমাদের নিবেদন

তুষার তালুকদার
সভাপতি, দেবব্রত বিশ্বাস স্মরণ কমিটি

দেবব্রত বিশ্বাসের জন্মশতবর্ষে আমাদের স্মরণ কমিটির প্রতিষ্ঠা। আমরা চেয়েছিলাম, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ও মানুষের হিতে একান্ত নিবেদিত এই বহুবর্ণময় মানুষটিকে আরও নতুন করে চিনে নিয়ে তাঁর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও মনে করতেন, আর সব কিছু ভুলে গেলেও, তাঁর রচিত সঙ্গীত বাংলার মানুষ কখনও ভুলবে না। তাঁর মৃত্যুর পঁচাত্তর বছর পরেও তাই দেখি বাংলা গানে রবীন্দ্রসঙ্গীতই সবচেয়ে সতেজ, সপ্রাণ বহমান ধারা। কথায় ও সুরে একইভাবে সমৃদ্ধ এই সঙ্গীতের তুল্য আর কোন সঙ্গীতই নয়। এই উপলব্ধি থেকেই জর্জ বিশ্বাস তাঁর অতুলনীয় কণ্ঠসম্পদ একান্তভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনায় নিবেদন করেন। এই গান যে সবরকমের মানুষের জন্যই, এই সত্য তুলে ধরতে গণসংগীতের মঞ্চে তিনিই অবলীলায় গেয়ে ওঠেন 'নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো'। সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হয়ে শোনে।

জর্জদাই সেই বিরল ব্যতিক্রমী যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তর্লীন আবেগকে আপন করে নেন অনায়াস কিন্তু পরিশ্রমী দক্ষতায়, অভিনিবেশে ও চর্চায়।

আমাদের কমিটির নিরলস প্রয়াস এই মানুষটির জন্মতিথিতে তাঁকে ক্রমাগত পুনরাবিষ্কার করে সঙ্গীত অনুরাগীদের হাতে তুলে দিতে। আমাদের এবারের নিবেদন জর্জদার কণ্ঠে এখন পর্যন্ত অশ্রুত বহু গান যা সকলকেই মুগ্ধ করবে।

চিরপথের সঙ্গী

জর্জদার স্মরণে আমাদের পূর্ব আয়োজিত অনুষ্ঠান ঃ

২১।৮।২০১৪	**শিশির মঞ্চ**	ঃ	প্রাক্‌কথন - শ্রী তুষার তালুকদার
			বই প্রকাশ - শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়
			'যতো শুনিয়েছিলেম গান' ও 'গানের তরী দিলাম খুলে'
			সিডি প্রকাশ - ডঃ প্রদীপ দেব, কনিষ্ক বিশী
			'দেবতাদের কথাবার্তা' - দেবব্রত ও ঋত্তিক। শ্রুতিদৃশ্য নিবেদন।
			উপস্থাপনা ঃ ডঃ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
			গানে ঃ স্বপন গুপ্ত ও শিবাজী পাল
২২।৮।২০১৩	**ICCR**	ঃ	'দূর হতে এসো কাছে', 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' - সিডি প্রকাশ
			শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
			'জর্জ বিশ্বাস - এক ক্রুশবিদ্ধ শিল্পী' - উপস্থাপনা - ডঃ সঞ্জয় ঘোষ
৫।২।২০১৩	**কলকাতা বই মেলা**	ঃ	'দেবব্রত বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা - শংকরলাল ভট্টাচার্য
২২।৮।২০১২	**রবীন্দ্রসদন**	ঃ	'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন '- দেবব্রত বিশ্বাস শতবর্ষ স্মরণ গ্রন্থের প্রকাশ ঃ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
			'উন্মুক্ত ব্রাত্যজন' তথ্যচিত্রের ডিভিডি এবং 'নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ' সিডির প্রকাশ - সুমিত্রা সেন, ডঃ গোলাম মুরশিদ, মৈনাক বিশ্বাস, দেবেশ রায়।
			জর্জদার গানের সঙ্গে - নৃত্যে ডান্সার্স গিল্ড
			রবীন্দ্রসঙ্গীত স্তবক ঃ স্বরচ্ছায়ে - পরিবেশনায় ঃ গান্ধার, পরিচালনা - কাকলি রায়
			রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ শ্রেয়া গুহঠাকুরতা, প্রমিত সেন, শর্মিষ্ঠা দত্ত পাঠক।
২১।৮।২০১২	**বাংলা একাডেমী**	ঃ	আলোচনা ঃ জর্জদার সংগীতজীবন। সভাপতি - দেবেশ রায়
			রবীন্দ্রসংগীত ঃ গায়কি এবং স্বাধীনতা - ডঃ গোলাম মুরশিদ
			গণসংগীত থেকে রবীন্দ্রসংগীত - ডঃ সমীর গুপ্ত
			দেখাশোনার রূপকথা ঃ দেবব্রত বিশ্বাস - অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
৯।৫।২০১২	**জি.ডি. বিড়লা সভাগার**	ঃ	জর্জদার গানের সঙ্গে নৃত্য - ডান্সার্স গিল্ড
			রবীন্দ্রসংগীত - ইন্দ্রানী সেন, বিভা সেনগুপ্ত, শ্রেয়া গুহঠাকুরতা, প্রমিত সেন, পদ্মিনী দাশগুপ্ত, অলক রায় চৌধুরী, রেখা চক্রবর্তী, চঞ্চল খান, পূরবী মুখোপাধ্যায়।
			কথা ঃ দেবশংকর হালদার, সঞ্চালক ঃ সতীনাথ মুখোপাধ্যায়
১৮।৮।২০১১	ICCR	ঃ	'তবু অনন্ত জাগে'
			বক্তা ঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
			রবীন্দ্রসংগীত ঃ জয়তী চক্রবর্তী, রেখা চক্রবর্তী, সুব্রত পাল ও চঞ্চল খান।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি

সুকান্ত দত্ত

ক্ষণজন্মা কবি জন্ কীট্‌সের অনন্য সুন্দর গীতিকবিতা 'Ode to a Nightingale' ভাল করে পড়লে শ্রেষ্ঠ অমর নিখুঁত (সঙ্গীত) শিল্পের একটি ধারণা পাওয়া যায়। 'ওড'টিতে বলা হয়েছে নাইটিংগেল পাখি গান গায় 'with full-throated ease' ; গলা ছেড়ে ; সহজভাবে। সর্বস্তরে তার গানের সমাদর। তার গান শ্রোতাদের মধ্যে সমাজের তথাকথিত উচ্চনীচের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেয় - সম্রাট থেকে বিদূষক হয়ে বর্তমানে কবিবরকেও তার গান সমান আলোড়িত করে। আর মহাকালের মাপকাঠিতে বাইবেলের সেই সুদুর অতীতে মোয়াবের শোকাতুরা রুথের দুঃখ সে গান যেমন ভুলাতো, তেমনই আবার কবিতাটির রচনাকালীন ঘোর বর্তমানেও সে সমান প্রেরণা বয়ে আনে।

রবীন্দ্রগানের পরিবেশনায় দেবব্রত বিশ্বাস সম্বন্ধে এই কথাগুলো যেন আবার অমোঘ হয়ে ওঠে।

বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশক থেকে আজ পর্যন্ত, রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুর্নিবার জনপ্রিয়তার ঈর্ষণীয় শীর্ষে একটানা তার অচল অনড় অবস্থান। এবং ২) বহু জনতার মাঝে কোনো একটি বিশেষ সংকীর্ণ অংশে নয় - সর্বস্তরে তার অপূর্ব, একক, অবাধ প্রবেশাধিকার। আর শুধু কী রবীন্দ্রগান ? যে গানেই বক্তব্য আছে, কথা আছে, তা শুধুমাত্র বাংলাতে (দ্রষ্টব্য 'যদি কিছু আমারে শুধাও' কিংবা 'অবাক পৃথিবী') নয়, হিন্দী ('অব নভমে পতাকা' বা 'করবেটে বদলতা হুয়া জমানা') কিংবা ইংরাজীতে ('In the deep shadows of the rainy July [আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে]) কে কবে ওঁর মতো করে গেয়েছে !

এবং full-throated ease ! এ বিষয়ে সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা বলে গেছেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায় ! তাঁর মতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনেকের মতো দেবব্রত গলা 'মিনমিনে করে' নেননি - 'খোলা গলায়, দরাজ গলায়' দেবব্রত গান করতেন। 'স্বরলিপির সঙ্গে সেরকম মিলল কি না মিলল' সত্যজিতের 'কোন সময়েই মনে হয়নি, সে গান যথাযথভাবে ভাবের সঙ্গে পরিস্কার বাচনভঙ্গিতে গাওয়া হয়েছে, এবং সে গুণটা খুব দুর্লভ।...এককালে আমরা ছেলেবেলায় সে ধরণের গান অনেক শুনেছি, কিন্তু পরের দিকে অনেকদিন, আমার মনে হয় শুধু জর্জদাই এ জিনিষটা বজায় রেখেছিল ।'

দেবব্রতর সঙ্গীতরসের এই অত্যাশ্চর্য রসায়ণের কতগুলি উপাদান আলোচনাক্ষেত্রে মনে হয় ততো লক্ষ করা হয় না । রবীন্দ্রসঙ্গীত তথা যে কোনো কাব্যসঙ্গীতেই প্রতিটি গানের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্যকে ঘিরে কোনো বিশেষ আবেগ আবর্তিত হয় । অসাধারণ কণ্ঠে, অবিস্মরণীয় উচ্চারণে সেই আবেগের সুতীক্ষ্ণ নিখুঁত উপস্থাপনায় দেবব্রত সত্যিই অদ্বিতীয় । যাঁরা ওঁর গান নিয়ে সস্তা সমালোচনা করেন - বিশাল সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর মতো ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে সামান্য অজুহাতেই ঝড় তোলেন (কোন শিল্পীর কোন সে শিল্প যা ত্রুটিহীন, বলতে পারেন), তাঁরা জানেন না একটা গানের সর্বশেষ রূপ দেওয়ার আগে দেবব্রত কী পরিশ্রম করতেন । সামগ্রিকভাবে সঙ্গীত নিয়েই তাঁর কৌতূহল ও চর্চা ছিল অশেষ ও অনন্ত । কিন্তু রবীন্দ্রদর্শন ও রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে তাঁর রীতিমতো (গোপন ও নিভৃত) পাণ্ডিত্য ছিল । আর ছিল শিল্প তথা সঙ্গীতনিয়ে সামান্যতম গোঁড়ামিরও অভাব । বহু নিরেট মাথা সর্বস্ব অথচ পণ্ডিতম্মন্য রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীর বিপরীতে এর পরে যোগ হয়েছিল প্রকৃত ধীমানের দুর্লভ সাহিত্যবোধ এবং সেই অনুসারে স্বরলিপির মূল কাঠামো বজায় রেখেই গানটি নিয়ে অবিশ্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা । ওঁর মতো গানের লয় এত নিখুঁত বাছতেও কারুকে দেখা যায় কী ? পাঠক-পাঠিকা, উদাহরণস্বরূপ, 'পুরানো সেই দিনের কথা' ওঁর গানের পাশে অন্যান্যদের গান শুনে দেখুন - এরকম উদাহরণ অজস্র !

এভাবেই কোনো নির্দিষ্ট গানের কথা ও সুরের একেবারে মূলে চলে গিয়ে সেটির গভীরতম ব্যঞ্জনাকেও তিনি সহজতম করে তোলেন; যেন রবীন্দ্রনাথ ও শ্রোতাদের মধ্যেকার অতি আপনার এক দোভাষী - যার ফল ঃ সৎ আনন্দের ঝর্ণাস্রোতে শ্রোতাদের দুর্লভ অবগাহন ! কবিরা শব্দে ছবি আঁকেন; তাকে বলে শব্দপ্রতিমা বা imagery । গানের মধ্যে দিয়ে সেই effect কে তীব্রতর করে তুলে সেটাকে দেবব্রত লক্ষ্যে অব্যর্থ করে তোলেন; ত্রিমাত্রিক (three dimentional) তাঁর পরিবেশনা এবং একই সাথে তা ভীষণ smart ও নির্মম আধুনিক অথচ ঐতিহ্যনুসারী এক অসামান্য ব্যক্তিত্বের (personality)-এর প্রকাশবাহী । (এইভাবেই খাঁটি অর্থে তিনি artist এবং artiste এর এক দুর্লভ সংমিশ্রণ !) শুধুমাত্র খালি গলাতেও অসাধারণ মডুলেশ্যনে তা অনবদ্য (উদাহরণ ঃ একটু কম চর্চিত ''কী বেদনা মোর জানো তুমি সে কি জানো'', ''নাচ্ শ্যামা তালে তালে'' ইত্যাদি অজস্র গান। এবং সেরা বাদ্যকার (ভি বালসারা, ওয়াই এস মুলকি প্রমুখ)দের সাহায্যে অত্যন্ত ভাবনা চিন্তা করে নানা বাজনা সমেত যখন তা পূর্ণতর রূপে রেকর্ড ডিস্কে প্রকাশ পায়, তা শ্রোতাদের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য নান্দনিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গান শোনার সময় তো বটেই, গান শেষ হলেও তার রেশ থাকে আজীবন। নিছক স্বরলিপির কৃত্রিম আবৃত্তিকার তিনি নন, সেটিতে প্রাণসত্ত্বা আরোপ করে আন্‌কোরা নতুন রূপে প্রকাশ করতে পারতেন দেবব্রত, যেন আত্মসাৎ করে ফেলতেন (লক্ষ্যণীয়ঃ আবারো একটু কম বিখ্যাত, অথচ অসাধারণ, ''ভালবেসে সখী, নিভৃতে' যতনে'', কিংবা ''ওই জানালার কাছে বসে আছে'', অথবা ''সখী ভাবনা কাহারে বলে'')।

প্রমথনাথ বিশী যে সেই কবে লিখেছিলেন দেবব্রতর গান মানসিক মরুভূমিতে মরূদ্যান - কথাটা সব কিছু ছাপিয়ে বর্তমান পৃথিবীর অদ্ভুতুড়ে পরিবেশে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। দেবব্রতর কয়েক মিনিটের একটা গান আমাদের যেন অন্য এক নতুন জগতে উত্তীর্ণ করে।

কিংবা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বলেছিলেন, 'দেবব্রতর গান শোনবার পর আর কারো গান মনকে খুশি করে না, সব পান্‌সে ঠেকে' - এ আদৌ হাইপারবালি (hyperbole) বা অতিশয়োক্তি নয় - সর্বস্তরের সর্বকালের আপামর স্বাভাবিক - মনস্কদের মনের কথা।

ঋত্বিক ঘটকের ভাষায় ''রবীন্দ্রসঙ্গীত ওকে বাদ দিয়ে . . . অ্যাবসার্ড।'' আমরা সবিনয়ে ভাবছি, যে গানে কোনো কাব্য আছে, বক্তব্য বা বার্তা আছে, সেই গানের শেষ কথাই আমাদের সকলের জর্জদা।

অশ্রুত দেবব্রত

- অপরূপ চৌধুরী

জোহান গ্রেগর মেন্ডেল আবিষ্কৃত হন তাঁর মৃত্যুর অন্ততঃ বিশ বছর পরে। ফ্রানজ কাফকা-কে মানুষ তাঁর জীবদ্দশায় চিনতে পারেনি। পাবলো নেরুদা, জীবনানন্দের অপ্রকাশিত কবিতার পান্ডুলিপি পাওয়া যায় দু হাজার চৌদ্দতেও আর মৃত্যুর পঁয়ত্রিশ বছর পরেও পুনরাবিষ্কৃত হন দেবব্রত বিশ্বাস।

একালের এক প্রথিতযশা সাহিত্যিক লিখেছিলেন মানুষের বেঁচে থাকা শুরু হয় মৃত্যুর পর থেকে। রবীন্দ্রনাথের মতে ভালোমন্দ বিচার করার জন্য দূরত্বের প্রয়োজন আর তীর্থঙ্করের কথায় - ''মৃত্যু কা বাদ ভি লোগো কে দিল্‌মে জীবিত্ র‍্যাহনা করম্ কি বাত হ্যায়''। তাইতো এঁরা কালদন্ডের আঘাতকে অগ্রাহ্য করে মৈনাকের চূড়ার মতো স্বীয় কীর্তিতে স্বক্ষেত্রে আজো সমুজ্জ্বল। জর্জদার ডিসকোগ্রাফি থেকে দেখা গেছে এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা হল পাঁচশ উনিশ। যদিও তিনি এর বাইরে রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়াও আধুনিক, গণনাট্য সংঘ থেকে জ্যাঁ রেনোয়া, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু দত্ত ইত্যাদি বহু মানুষের সঙ্গে কাজ করেছেন, কিন্তু সে তালিকা অসম্পূর্ণ। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের তালিকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল প্রায় নব্বইটি গানের সংযোজন। তাও আবার তার মৃত্যুর পঁয়ত্রিশ বছর পরে! কি সব অসাধারণ গান আছে এই তালিকায় - 'আয় আয়রে পাগল', 'পথিক মেঘের দল ছোটে', 'নীলনবঘনে আষাঢ় গগনে', 'শাওন গগনে', 'হেরিয়া আজি শরৎ তপনে', 'আমার নয়ন ভুলানো এলে', 'এই কথাটি ছিলেম ভুলে', ইত্যাদি। জর্জ ভক্তদের কাছে এ যেন খ্রীষ্টের ইষ্টার সানড্রে, কিংবা রবিঠাকুরের - 'মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে'। এই অপ্রকাশিত গানগুলির মধ্যে প্রকৃতিপর্যায়-এর গানই অধিক, এছাড়া প্রেম, প্রেম ও বৈচিত্র্য ও ব্রহ্মসংগীতও আছে। আবার প্রকৃতি পর্যায় এর গানগুলির মধ্যে বর্ষার গানের সংখ্যাই বেশী। এছাড়াও শরৎ, শীত ও বসন্ত ঋতুর সমাবেশ ঘটেছে এই তালিকায়।

সংগীত জগতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম উপহার হলো বর্ষার গান। খর গ্রীষ্মের রক্তচক্ষুতে প্রাণীকূল যখন অস্থির, প্রবল দাবদাহের নিদাঘ দ্বিপ্রহরে পত্ররাজি যখন মুহ্যমান, মনুষ্যকূল নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে থাকে এক গাছি মেঘের জন্য। এর কিছুদিন পরেই অম্বরে সঞ্চারিত হয় মেঘরাশি। মৌনী তাপসের ধ্যানমগ্ন নিমীলিত আঁখি পল্লবের উপর এসে পড়ে বৃষ্টির ফোঁটা। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে মাঠ থেকে প্রান্তরে, বন থেকে বনান্তরে। এখানে আষাঢ়ের প্রারম্ভে, বর্ষার আবহনী সংগীত রূপে শুনতে পাই - 'নমো নমো নমো করুণাঘন', 'ওই কী এলো'। বর্ষার সেই ছবি যেন কণ্ঠ দিয়ে এঁকেছেন দেবব্রত বিশ্বাস। নিজস্ব কারুকলায় দিয়েছেন তুলির পোঁচ, সেই রং যেন 'মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে'। 'এসো হে সজল', রবীন্দ্রনাথের হিন্দী ভাঙা গান। নটমল্লারে গান্ধার লাগিয়েছিলেন। জর্জদা যখন গেয়ে ওঠেন 'এসো হে এসো পিপাসাহরা, এসো হে আঁখি শীতল করা, ঘনায়ে এসো মনে', তখন গ্রীষ্মের অগ্নিস্টোমকে নির্বাপিত করা জলপূর্ণ মেঘরাশিসমস্ত তাপহরা হয়ে আমাদের মনে যেন সঞ্জাত হয়। 'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো' গানটির তিনজন স্বরলিপিকার পাওয়া যায় - সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীমরাও শাস্ত্রী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁদের মধ্যে ছন্দান্তর থাকলেও জর্জদা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত একতাল লব্ধটিই অনুসরণ করেছেন। মেঘমন্দ্র বর্ষণ সন্ধ্যায় হিমেল হাওয়া আর বৃষ্টির ছাঁটের পরশ যখন শরীরে লাগে, হৃদয় আকুল হয় কোনো এক অদৃশ্যের সন্ধানে, সেই ক্ষণটিকে যেন বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় জর্জদার কণ্ঠে সেই পংক্তিগুলি - 'একলা বসে ঘরের কোণে, কী ভাবি যে আপন মনে'। 'ও আষাঢ়ের পূর্ণিমা' - এই গানটি সুচিত্রা মিত্র-র কণ্ঠে একটি পরিচিত গান। এই দশকে স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত বা শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠেও আমরা শুনেছি। আবার এই গান জর্জদার কণ্ঠে শোনা এক অনন্য অনুভূতি। শ্রাবণ পর্বের

শুরু 'আহ্বান আসিল মহোৎসবে' দিয়ে। এই পর্বের বেশীর ভাগ গানই মল্লার এর উপর। রবি ঠাকুর নিজস্ব ভঙ্গীমায় এতে রং-এর আঁচড় দিয়েছেন। 'মিঞা কি মল্লার' হয়ে উঠেছে 'রবি কি মল্লার'। 'আহ্বান আসিল' - সেই রকম একটি। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মালতী ঘোষালের কণ্ঠে এই গানটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সুবিনয় রায়ও রেকর্ড করেন। ছয় মাত্রার খেমটা তালে জর্জদা তাঁর স্বকীয়তায় যে রূপ দিয়েছেন, তা সত্যি অনাবিল আনন্দ দেয়।

এর পর একে একে আসে 'আবার শ্রাবণ হয়ে এলে', 'ভোর হল সেই শ্রাবণ শর্বরী', শ্রাবণের গগনের গায়', শ্রাবনের পবনে আকুল', 'গহন রাতের শ্রাবণ ধারা'। বাইরের প্রকৃতি তখন অঝোর ধারায় বয়ে চলেছে আর ঘরের ভিতর জর্জদার কণ্ঠে সেই 'শ্রাবণ ধারা' যেন দুয়ে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এত দিন যা কিছু শুষ্ক, রুক্ষ, দগ্ধ হয়েছিল, সবে যেন প্রাণের সঞ্চার ঘটল। যা ছিল ঊষর, তা যেন সবুজ নিবীতে ঢেকে গেল। 'লরেন্স অব অ্যারেবিয়া'তে স্যার এডওয়ার্ড লরেন্স যুদ্ধ জয় করেছিলেন বটে, কিন্তু এ গান শুনলে বঙ্গবাসীর মনে আর কোনো দ্বিধা থাকবে না, জর্জদাই যেন 'মরুজয়ের সেনা'। তাঁর বিজয় কেতন উড়িয়ে দিয়েছেন।

শ্রাবণ পর্বের শেষ গান 'এই শ্রাবণের বুকের ভেতর আগুন আছে'। ১৯২১ সালে বর্ষামঙ্গল প্রথমবার শান্তিনিকেতনের বাইরে জোড়াসাঁকোয় অনুষ্ঠিত হয়। কবি তাতে এই গানটি অর্ন্তভূক্ত করেছিলেন। শ্রাবণের কালো মেঘের অন্তরালে সৌদামিনীর যে রূপ আর তার গর্জনে বাদল হাওয়া যেন পাগল হয়ে দিগ্বিদিকে দিশাহীন হয়ে ছুটোছুটি করছে। যৌবনের উচ্ছ্বাসের অবয়ব যেন। জর্জদার ভরাট কণ্ঠস্বর তারই প্রতিরূপ। সেই ক্ষণটিকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে।

বর্ষা-প্রেম-বিরহ পর্বে কয়েকটি গান আছে যা এখন আর পাওয়া যায় না, কারণ গানগুলি এর আগে মাত্র একবারই প্রকাশ পেয়েছিল এবং রেকর্ডিং-এর গুণমান ছিল নিম্নমানের। এমন কয়েকটি গান - 'আজি ঝড়েররাতে তোমার অভিসার', 'ওই কি এলে আকাশ পারে', 'আমারে যদি জাগালে আজি নাথ'। এই শেষোক্ত গানটি রবীন্দ্রসৃষ্ট 'ঝম্পক' তালে। রবীন্দ্রনাথ কিছু তালকে গানের চলার গতির সাথে মিশিয়ে দিতে মাত্রার সামান্য কিছু রদবদল করেছিলেন। তেমনই একটি তাল, ঝম্পক। গানটি যেন আত্মগ্লানি থেকে উঠে এসে প্রকৃতির দর্পনে সমর্পন করা। কবি শঙ্খ ঘোষের ভাষায় - 'আমির থেকে তুমির' দিকে ধেয়ে যাওয়া। কিন্তু গানটি আজকাল অনেকে গাইলেও তার ছাপ কিন্তু থাকে না। কিন্তু যখন জর্জদা গেয়ে ওঠেন 'হৃদয় মোর চোখের জলে, বাহির হলো তিমির তলে' - তখন অন্তরের অন্তর তম প্রদেশ থেকে উঠে এসে সে যেন সত্যি আঁখি পল্লব ভারী করে দেয়।

শেষ বর্ষন এখানে আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষবর্ষন' ছাড়াও 'নটরাজের ঋতুরঙ্গশালার' গানও অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। 'শ্যামল শোভন শ্রাবণ তুমি' গানটি 'শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার' গানটির পাঠান্তর বলা যেতে পারে। জর্জদা এই দুটি গানকে একটির পিঠে আরেকটিকে রেখে গাইতেন। এইখানেও সেইভাবে রাখা হয়েছে।

শৈলজারঞ্জন মজুমদার একটি রাগের নাম লিখে স্লিপ রেখে আসতেন গুরুদেবের টেবিলে। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরোধের 'ষোলকলা' পূণ' করেছিলেন। তৈরী হয়েছিল নতুন বর্ষামঙ্গল। সেই তালিকায় বারো নম্বর গানটি ছিল 'শেষ গানেরই রেশ নিয়ে'। জর্জদার কণ্ঠে সেই অপ্রকাশিত গান নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বর্ষাপর্বের শেষ গান তার রেশ নিয়ে থেকে যায় মনের সুদূরে। বর্ষা শেষ। এবার নতুন পর্ব 'সাজিয়ে এনেছি ডালা'। মঞ্জরী দিয়ে ভরানো ডালায় দেখা যাক কি কি আছে।

এই ডিস্কটি শুরু হয়েছে দুটি ব্রহ্মসংগীত দিয়ে। একটি রবিঠাকুরের, অপরটি তদীয়াগ্রজ জ্যোতিদাদা বিরচিত 'আদি প্রণব রূপ'। রবীন্দ্রসংগীতের এই বিভাগটিতে দেবব্রত বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত। যদিও ধর্মের মোহ কোনদিনও গ্রাস করতে পারেনি মায় রবিঠাকুর সম্বন্ধে প্রথমে তাঁর ধারণা ছিল ''বোধহয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-টাচার্য্য হবে''। তবু তিনিই বলেছিলেন যে ব্রাহ্ম না হলে রবীন্দ্রসংগীত সঠিকভাবে গাওয়া যায় না। এর কারণ বোধহয় একটাই, সংস্কারের আচ্ছাদনের মধ্যে থেকে আর যাই হোক রবি ঠাকুরকেকে অন্তত চেনা যায়

না। যেমনটি তিনি চিনেছিলেন, না হলে এই ধর্মান্ধ-র (ধর্ম সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই নেই, নিজেকে বলেছিলেন মুরশিদ সাহেবকে লেখা চিঠিতে) মুখে রবি ঠাকুরের মন্ত্রগান এমনটি কেউ গাইতে পারে!

'শুভ্র আসনে বিরাজে' আদতে একটি রবিঠাকুরের ভাঙা গান। মূল গানটি বিষ্ণুপুর ঘরানার আদিপুরুষদের অন্যতম রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় এর সংগীত মঞ্জরীতে (রুদ্রদেব ত্রিনয়ন জটাজুট) উল্লেখ আছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি জর্জদার কণ্ঠে ব্রহ্মসংগীত কোনো কিছুর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এরপর আসছে শরৎ। সোনার বরণ আলো আর শুভ্র শেফালী নিয়ে শরৎ-এর প্রবেশ। শুরুতেই ভোরবেলার মিঠে রামকেলী রাগে জর্জদার কোমল স্পর্শে 'নব কুন্দ ধ্ববলদল' মনে স্নিগ্ধতার পরশটুকু এনে দেয়। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একটানা আঠেরো ঘন্টা লিখে রচনা করেন শারদোৎসব নাটকটি। এটি তারই অন্তর্গত। এই পর্বের শুরুর গানগুলি শরৎ-এর প্রত্যুষের হিমেল বাতাস ও অরুনিমার ম্লান আলোয় দীপ্ত। এই চিত্রখানি হয়ত এখন গাড়ীর ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ আর কর্কশ ধোঁয়া সমৃদ্ধ কলকাতা কিংবা শহরতলির কাছে সত্যিই অজ্ঞাত তবু জর্জদার কণ্ঠে এই নির্মল প্রভাতের গানগুলি ছায়ার কুঁড়ি থেকে ভোরের ফুল ফোটার মুহূর্তটির আভাষ যেন বয়ে আনে।

'পোহালো, পোহালো বিভাবরী' এবং 'আহা জাগি পোহালো' বস্তুত দুটি গান প্রায় একই। গানের সুর ও ভাব একই ধরণের, তালদুটি আলাদা। প্রথমটি সাগর সেন ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় এর কণ্ঠে আর 'আহা জাগি পোহালো' পাঁচের দশকে জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। 'শেষ বর্ষনে' সুন্দরের প্রবেশ হয়েছিল 'কার বাঁশি নিশিভোরে' গানটি দিয়ে। এই গানটিও রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুপুর ঘরানার 'আব তো মোরে কান ভানকবা' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেছিলেন। অতীতে দেখা গেছে রবীন্দ্রসংগীতের আমীর খাঁয়েরাই গেয়ে থাকতেন এই সব গানগুলি। খুব একটা প্রচলন ছিল না। জর্জদার কণ্ঠে এই গানগুলি অন্য এক অনুভূতির আবেশ সৃষ্টি করে। দেবব্রত বিশ্বাস বাঙালীর সংগীতরুচিতে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তিন বা চার এর দশকে যে প্রথায় বা যে ভাবে রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশন করা হতো সেই পরিসরে তিনি আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেন। ঢুকিয়ে দেন বাঙালী মধ্যবিত্তের মননে। প্রশ্ন জাগে এই গানগুলি যদি মিউজিক বোর্ডের অস্তিত্বকালের মধ্যে প্রকাশ পেত তাহলে কি হতো? কর্তারা হয়তো নাক সিঁটকাতেন, অমুকটা ঠিক হলো না, ঐ জায়গায় মীড় তো লাগেই নি - ইত্যাদি প্রশ্ন তুলতেন হয়তো। কিন্তু এর উত্তর দিয়ে গেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৫ সনে তেরই জানুয়ারী ইন্দিরাদেবীকে এক চিঠিতে লিখছেন - ''নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে। রূপের মধ্যে না। কোন রাগিনী গাওয়া হচ্ছে বলার দরকার নেই, কী গাওয়া হচ্ছে সেইটাই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার মধ্যেই চরম। নামের সত্যতা দশের মুখে, সেই দশের মধ্যে মিল না থাকতেও পারে।" এইখানে একটি কথা চলে আসে - কম্বিনেশন বনাম স্টাইল। গুরু একটি স্টাইল শেখান, একসঙ্গে হাজারজন সেটি শেখে। সেই হাজার জনের পরিবেশনা হবে আলাদা রকম। এইটিই হচ্ছে মুখ্য কথা। দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর স্টাইল দিয়ে জয় করেছিলেন জনতার হৃদয়।

এর পরের যে গানগুলি আছে যেমন - 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রচ্ছায়ায়', 'সারা নিশি ছিলেম শুয়ে', 'অমল ধবল', 'আমরা নূতন প্রাণের চর', 'ছাড়গো তোরা', 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে'। এই গানগুলি বহুল প্রচলিত কিন্তু জর্জদার কণ্ঠে রেকর্ড হিসাবে প্রকাশিত হয় নি। শীতের পাঁচটি ও বসন্তের এগারটি অশ্রুত গান আছে এই পর্বে। 'শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়' আর 'ধীরে ধীরে বও' এই গানদুটি ক্ষেত্রে গানের ভাব তার শব্দের মধ্যেই নিহিত আছে। 'উদাস' শব্দটির উচ্চারণ জর্জদা এমনভাবে করেছেন তার দ্যোতনা সারা গানটিই যেন বহন করে চলেছে। দীর্ঘদিন বাদে কবি শিলাইদহে এসে রচনা করেন 'পূর্বাচলের পানে তাকাই'। পদ্মা তখন তাঁদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। মণিলাল গাঙ্গুলীকে এই গানটি পাঠিয়ে কবি লেখেন ''জীবনের পুরানো বসন্তের সেই একটুখানি ইসারার মত জিনিস তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি"। ফেলে আসা স্মৃতির যে অনুরণন সেই আবেগটি যেন জর্জদার কণ্ঠে ধরা পড়েছে। 'তুমি কিছু দিয়ে যাও' গানটি হিন্দী ভাঙা গান। শান্তিনিকেতনের ছাত্রী সাবিত্রী গোবিন্দের কণ্ঠে শুনে সেই সুরে কবি রচনা করেন। অন্য একটি মতে খেয়ালঙ্গ হলেও জর্জদা ইন্দিরা দেবী কৃত স্বরলিপিটিই অনুসরণ করেছেন। এরপরে শেষ যে পর্যায় আছে তাতে বিভিন্ন গান অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। 'অনন্ত সাগর মাঝে' - এই রবীন্দ্র টপ্পাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে অর্ন্তভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ বাগেশ্রীকে

প্রয়োগ করেছেন একটু অন্যরকমভাবে আর জর্জদা সমস্ত মিথ ভেঙে দিয়ে পুর্নমিলনের আকাঙ্খায় নিশীথের অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর রেখার দিকে এগিয়ে যাবার বিমূর্ত রূপটি যেন ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে একটা কথা বলতে হয় যিনি শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত, সমস্ত উপাচার যিনি কঠিনভাবে মেনে চলেন, পান থেকে চুন খসলেই অগ্নিশর্মা হয়ে যান, তাঁর রসবোধ কম। আবার যার মধ্যে অতিরসাবেশ বা রসিক, তাঁরা হন বেআক্কেলে, শাস্ত্রের অবহেলা করেন। কিন্তু দেবব্রত বিশ্বাস হলেন এ নীতির বিপর্যাস। নিয়মাভারের কাঠিন্য বা লঘু ক্রিয়া, কোনো কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। হৃদয় তাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করে।

এই পর্বের অন্যতম আকর্ষণ হলো বিবাহের গান। দীর্ঘদিন আগে ইনরেকো থেকে বেরিয়েছিল দেবব্রত বিশ্বাসের একটি রেকর্ড। কভারে সানাই-এর ছবি দেওয়া চারটে গান ছিল তাতে। তখন ব্রাহ্ম সমাজের বিবাহে সেগুলি গাওয়া হত।। এই পর্বের 'মা একবার দাঁড়া গো' ও 'সখা, সাধিতে সাধাতে কত সুখ' গানদুটি কবি, তাঁর মেজদি স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে যে আঠেরোটি গান রচনা করেন তাদের মধ্যে অন্যতম। জর্জদার কণ্ঠে এই গানদুটি এই ডিস্কের একটি সম্পদ।

'পুরানো সেই দিনের কথা' আগে বহুবার প্রকাশ পেলেও এক্ষেত্রে একটি বিশেষত্ব আছে। শুধুমাত্র হারমোনিয়াম সহযোগে এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। অতুলনীয় ব্যারিটোন কণ্ঠ আর পরিমিত ভাবে বাজানো হারমোনিয়ামের 'ট্রেবল' মিশে এক অনবদ্য সুষমা তৈরী করেছে।

দেবব্রত বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সংগীত তপস্বী। তাঁর গান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ছিল মুন্সীয়ানার ছাপ। 'শ্যামল শোভন শ্রাবণ' ও 'শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার' অথবা 'পোহালো পোহালো বিভাবরী' এই রকম সাযুজ্য বুঝে গানগুলিকে পর পর রেখে গাইতেন। অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একটি গানকে কিছু রূপান্তর ঘটিয়ে অন্য জায়গায় ব্যবহার করেছেন, কোনটির পর কোনটি আসবে এসবই ছিল তাঁর জ্ঞাত। এমনকি রেকর্ডে ক্রমনানুবর্তিতার ক্ষেত্রেও এ রীতি মেনে চলতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর রেকর্ড কোম্পানীগুলি এর গুরুত্ব বুঝতেই পারেনি। যত্রতত্র যা তা বসিয়ে দেন।

এক আলোচনা সভায় প্রখ্যাত সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন, ''জর্জদার মতো এমন রোম্যান্টিক ভাবে স্বরলিপি পড়তে দেখিনি কোনোদিনও কাউকে।'' এর নেপথ্যে আছে অন্য ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের একাধিক গানের একাধিক স্বরলিপি আছে, তাদের মধ্যেসুরান্তরও আছে, লয়ের ভেদ আছে। এই ডিস্ক দুটিতে এমনই বেশ কিছু গান আছে।'তুমি কি কেবলই ছবি' - কবি বলাকার এই কবিতাটি পরে গানের রূপ দেন।কবি এলাহাবাদ গিয়ে একটি পুরানো ট্রাঙ্ক থেকে একটি পুরানো ছবি পান।সেই সূত্রেই রচনা। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে এ ছবি মৃণালিনী দেবীর আর প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ-এর মতে এটি কাদম্বরী দেবীর। গানটি দুজায়গায় পাওয়া যায়। গীতমালিকা প্রথম খন্ড (১৩৩৩ সন) যার স্বরবিতান সম্পাদনা করেছিলেন অনাদি কুমার দস্তিদার আবার দ্বিতীয় সংস্করণ(১৩৪৫ খন্ড) যার সম্পাদনা করেছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। জর্জদা এখানে দুটি স্বরলিপি অনুযায়ী গেয়েছেন, আবার 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' এই গানটির একাধিক স্বরলিপিকার পাওয়া যায় - সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীমরাও শাস্ত্রী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরবিতানের এগারতম খন্ডে ও সাঁইত্রিশতম খন্ডে যে স্বরলিপি আছে তাদের মধ্যে ছন্দান্তর আছে। জর্জদা এই দুটি ছন্দেই গেয়েছিলেন। 'আজ তোমারে দেখতে এলেম' - এই গানটিও জর্জদা দুভাবে গেয়েছেন। 'বউঠাকুরাণীর হাটে' পিলু রাগে স্বরলিপিকার ছিলেন ইন্দিরা দেবী। পরে উপন্যাস যখন নাটকের রূপ নিল, সেই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে সেটি বদলে গেল ভৈরবী রূপে। বেদনাবিধুর, খানিকটা মন্দ লয়ে এর স্বরলিপিকার ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এইরকম আরেকটি 'দখিন হাওয়া জাগো জাগো'। এটির বেহাগ রূপটিই অধিক পরিচিত। নৃত্যছন্দর এই রূপটি ছাড়াও আরও একটি রূপ আছে। সেটি হচ্ছে পরজ, খানিকটা মন্থর বিষন্নতার আবহে। কথিত আছে কবি নাকি স্বয়ং এই ছন্দে গেয়েছিলেন। জর্জদা এই প্রভেদ দুটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। 'আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা' - এই গানটিও জর্জদা দুটি ছন্দে গেয়েছেন। গীতপঞ্চশিকা (১৩২৫) ও কেতকী (১৩২৬) তে কাহরবা ও দাদরা দুটি পৃথক ছন্দে স্বরলিপি আছে। জর্জদা এই গানটিও দুভাবে গেয়েছেন। 'আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে' বর্ষার অতি পরিচিত গান আর পরিচিত ছন্দটি দ্রুত লয়ে কাফি সুরে মেঘের

চলকে আশ্রয় করে ছুটে চলা। কিন্তু গানটির আরেকটি চলন আছে - সেটি মল্লারে মন্থর লয়ে ষষ্ঠী তালে। অপূর্ব সেই চলন। জর্জদার হাত ধরে সেই চলনটি বড়ই মধুর।

শুধুমাত্র রবীন্দ্রসংগীত নয় দেবব্রত বিশ্বাসের মতো কজনা রবীন্দ্রচর্চা করেছেন কে জানে! এ ক্ষেত্রে সে যুগের বাকী রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের থেকে ঢের এগিয়েছিলেন তিনি। দেখে শুনে মনে প্রশ্ন জাগ্রত হয় বোর্ডের বিশারদগণ এ সম্বন্ধে কি বিশদে ওয়াকিবহাল ছিলেন? এ সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তাঁর গাওয়া একের পর এক নতুন গান যখন তালিকায় যুক্ত হতে থাকল , ভানুসিংহের পদাবলী থেকে রাগাশ্রয়ী রবীন্দ্রসংগীত, সে সব দেখে কি বাকিরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন ?কারণ তাঁর গলায় গাওয়া কোন গান যেন তাঁর 'সিগনেচার টিউন' হয়ে যায়, অন্যদের কণ্ঠে সে যেন বড় ফিকে লাগে। স্বয়ং অনাদি কুমার দস্তিদারের কাছে পরীক্ষা দেবার কথা হয়েছিল কিন্তু সে আর হয়ে ওঠেনি এ কথা তস্য জামাতা অমিতাভ চৌধুরীর কাছ থেকে শোনা। এ ব্যাপারে জর্জদা লিখেছিলেন - ''আমার গানের ব্যাপারে স্বাক্ষ্য জোগাড় করাও সম্ভব নয় . . . এক কালে আমার গান শুনে যাঁরা খুশী হতেন তাদের অনেকেই আজ জীবিত নেই।" (দেবব্রত বিশ্বাস - দেজ পাবলিকেশন, পৃঃ ১২৫)

শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ছাত্র প্রসাদ সেন জর্জদা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ইন্দিরাদেবীর শেখানো হারমোনাইজ করা 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানটির কথা বলেছিলেন। এও বলেছিলেন এটি কিন্তু স্বরবিতানে নেই। 'তুমি রবে নীরবে'র 'সফল স্বপন' জায়গায় 'সকল স্বপন' গেয়েছিলেন জর্জদা। শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। ইন্দিরা দেবী বলেছিলেন আমার স্মৃতি এটাই স্বাক্ষ্য দেয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের স্বরলিপি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে সুরান্তরও আছে। প্রচলিত স্বরবিতানের বাইরে সেই সব গান নিয়ে সে যুগেও আর কেউ ভাবেননি এযুগেও কেউ এগিয়ে আসেনি। স্বরবিতানের বাইরে যাওয়া মাত্রই 'অরাবিন্দ্রীক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এই গানগুলি প্রকাশের ক্ষেত্রেআরেক জনের কথা না বললে অপূর্ণ থেকে যাবে। তিনি ব্যাঙ্গালোরের রিটায়ার্ড আই.এ.এস. অধীপ চৌধুরী। তাঁর পিতৃদেব ছিলেন হিন্দুস্থান ইনসুরেন্স-এ জর্জদার সহকর্মী। সেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রেই জর্জদার ব্যাঙ্গালুরু যাওয়া। ঘরোয়া অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়েছিল এই গানগুলি। তাঁর দীর্ঘদিন ধরে আগলে রাখা রত্নরাজিগুলিকে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য তুলে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা মনে পড়ে গেল। জর্জদা গুলাম মুরশিদ সাহেবকে কিছু গান স্পুলে তুলে দিয়ে বলেছিলেন- ''আমার জন্য প্রাইড অব পজেসনস্টা একটু ছ্যাইরা দেবেন"। 'ওগো আমার - ওগো সবার' - এ সম্পদ তো শুধুমাত্র মুরশিদ সাহেব বা জর্জ বিশ্বাসের নয় - এ তো আপামর বাঙালীর, সে তো সারা বিশ্বে বিহার করবে। এই বিশ্বাসটুকু তাঁর ছিল। সেই বিশ্বাসেই ভাবতেন রবীন্দ্রনাথ শুধু মিউজিক বোর্ড বা বিশ্বভারতীর একার নয়। তিনি আসমুদ্র হিমাচলের।

তবে দেবব্রত বিশ্বাস কি তাঁর অনবদ্য কণ্ঠস্বরের জন্য অমর হয়ে থাকবেন - না তা নয়, রবীন্দ্রনাথের গানের ধারাটাকে বদলে দেবার জন্য অমর হয়ে থাকবেন - না, তাও নয়; রবীন্দ্রসংগীতকে কতিপয় সম্ভ্রান্তবংশীয়, অভিজাত, সংস্কৃতিবানদের জটাজাল থেকে মুক্ত করার জন্য - তাও নয়। তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর নিখাদ প্রত্যয়টুকুর জন্য। যে বিশ্বাস নিয়ে রেকর্ড করা বন্ধ করেছিলেন। যে সত্য বিশ্বাস নিয়ে সারা জীবন বেঁচেছেন। রবির আলো পিলসুজের তলার ছায়া না ঢাকতে পারলেও সময়ের অগ্রগতির সাথে একদিন ফিলামেন্টের আভা সেই ছায়াটিকে আলোকিত করবে। এই বিশ্বাসটুকুর জন্য।

ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে জানতে হয়, তেমনি জর্জদার গানকে জানতে হলে তাঁর জীবনকে জানতে হয়। লি হার্পার 'টু কিল এ মকিং বার্ড' উপন্যাসের শেষ প্রান্তে এসে লিখেছিলেন - ''ইউ কান্ট নো এ ম্যান, আনটিল ইউ স্টুড অন হিজ সুউজ্ অ্যান্ড ওয়াক্ অ্যারাউন্ড হিম"। দরজার ফাঁকে হাঁ মুখ করা উনুন, জনতা স্টোভ, পানের ডিবে, ছোপ লাগা পিকদান আর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বইয়ের মধ্যেই তাঁর রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন।

চিরপথের সঙ্গী

'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন' থেকে উদ্ধৃতি

''বাংলা রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান পুরুষ কণ্ঠস্বরের অধিকারী এবং অত্যন্ত দৃঢ়, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ।''

- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

''জর্জদাকে নিয়ে যত বিতর্ক চলুক না কেন আসাধারণ কণ্ঠ সম্পদের অধিকারী এই মানুষটি বাঙালির প্রাণে এখনও জাগ্রত হয়ে আছেন। তিনি নেই, কিন্তু এখনও তাঁর নামে জয়ধ্বনি ওঠে। নিজেকে তিনি বলেছেন 'ব্রাত্য'। ফের আমি বলি তিনি যদি 'ব্রাত্য' তাহলে অমিতাভ কে?''

- অমিতাভ চৌধুরী

''পল রোবসনের প্রয়াণে একটি ইউরোপীয় দৈনিক লিখেছিল যে তিনি ছিলেন অজস্র লিলিপুটের মধ্যে একজন গালিভার। আজ দেবব্রত বিশ্বাস সম্বন্ধে কয়েকটা কথা লিখতে বসে ওই কথাগুলোই মনে পড়ে গেল। শিল্পী বিসেবে তাঁর উচ্চতা ওই তুলনাটাই মনে করিয়ে দিল। সত্যি বলতে মানুষটাকে ছোটবেলায় বেশ কাছ থেকে দেখেছিলাম। 'কোমল গান্ধার'-এর আউটডোরে। জানতাম তিনি আমার বাবার নিকট বন্ধুদের অন্যতম। ওই সময় গান শুনেছিলাম। এটাও জানতাম যে বাবা 'জীয়নকন্যা' গীতিনাট্যের সঙ্গে যে স্বরলিপি আছে তার অনেকটাই তাঁর করা। দেবব্রত 'জীয়নকন্যা' প্রযোজনায় সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। এই সব কিছুর বাইরে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নিছকই জনৈক শ্রোতার। এবং স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে কোনোদিনই রবীন্দ্রসংগীতের বিরাট সমঝদার বা ভক্ত কোনোটাই আমি নই, কিন্তু জর্জ বিশ্বাসের গান শুনতাম, আলাদা করে। ক্লান্তিকর নিছকই সুরেলা জাবরকাটা আড়ষ্ট রক্তহীনতার বিরক্তিকর রিচুয়ালের বাইরে একটা অন্য স্বর, অন্য গায়কী ও অন্য ঘরানার একটা বোধ জাগিয়ে তোলা ওই মানুষটার গান প্রকৃত অর্থে আমার মতো ছটফটে অনেকের কাছেই ছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগসূত্র।''

- নবারুণ ভট্টাচার্য

''আমিতাঁকে জর্জবাবু বলেই চিনতাম, জানতাম। বহুদিন ধরে চিনি।
এক মুক্ত প্রাঙ্গণে, উপরে নীল আকাশ, চারিপাশে ছড়ানো ছিটানো ছোট বড় বাড়ি, ছোটখাটো একটা ১লা বৈশাখের আয়োজন চলছে। কলকাতার সুন্দর পরিবেশ। সাদার্ণ এভিনিউতে আমার দিদির বাড়ি সেখানে।
ছেলেবেলায় দাদাদের ১লা বৈশাখ দেখেছি - তারই সূচনা করে আমরা বহুদিন পর আরম্ভ করার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম দুবছর ধরে।
১৯৪৮। স্টেজ বাঁধা হচ্ছে, শেষ হয়নি। দাদা এসে উপস্থিত - কীরে কতদূর তোদের ১লা বৈশাখ? বললাম উদ্বোধনী সংগীতের লোক পাচ্ছি না। দেখি কে আসে, এর মধ্যে পাব কিনা। দাদা বলল, দাঁড়া - আমি একটু পরে আসছি। কিছুক্ষণ পর দাদা ফিরে এল, সঙ্গে একজনকে নিয়ে বলল, এদের স্টেজ বাঁধা এখনই হয়ে যাবে, তুমি বসো। সব হয়ে যাবে, নাও পান খাও। চা ইত্যাদি চলতে লাগল - দুজনে মিলে বেশ গল্প চলল। আমাদের কাজ শেষ হল, দাদা বলল - নাও ওঠো বসো - একটা গান ধরো - বলে আমাদের বলল এমন গান কখনও শুনিসনি - দেখ শোন একবার।
পর্দা উঠল। আমাদের উদ্বোধনী সংগীত শোনাবেন শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস। লোকে তখনও জানে না ইনি কে। উদার কণ্ঠে খোলা আকাশের তলায় গান ধরলেন, 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' - স্তম্ভিত সেদিনের জনগণ, শ্রোতাগণও - স্টেজের ভিতর বাহিরে লোকেরা এমন আকাশ ভরা সূর্য তারা কোনোদিনও দেখেনি, শোনেনি। সেই গান আজও সেই আকাশে শোনা যায়। আপনারা আজ সকলেই জানেন, জর্জবাবু - জর্জবাবুই বা দেবব্রত বিশ্বাস - দেবব্রত বিশ্বাসই।
জর্জবাবুর গান শুনলে দেখতে পাই গঙ্গার পাড়ে শত শত কারখানার চিমনি থেকে কী গভীর ধোঁয়া, কখনো সাদা, ধূসর, কখনও খয়েরি কালো - আস্তে আস্তে সহজে আকাশের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। কত তার সুর, কত অনুভূতি, কত মাধুর্য মেশানো, আকাশের গায় চিত্রিত ঢেউয়ের মতো ভেসে চলেছে। ভেসে যাচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত - কত বেদনা, সুরের মূর্ছনা কত কাহিনী নীল আকাশে লেখা রইল।''

- শানু লাহিড়ী

হেথা যে গান গাইতে আসা

- জয়ন্তানুজ ঘোষ

দেবব্রত বিশ্বাস কোন্ কোন্ গান রেকর্ড করে গেছেন, এই প্রশ্ন, যাঁরা তাঁর গান ভালোবাসেন, তাদের মনে আসা স্বাভাবিক। আমরা জানি যে দেবব্রত বিশ্বাস শুধুই রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন না, তার বাইরেও বহুবিধ গান গেয়েছেন। দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে গীত যত রবীন্দ্রসংগীত আজ অবধি প্রকাশিত হয়েছে তার সম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর তথ্য এই যে তাঁর জীবিত কালে যত গান বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড এর আইনি ঘেরাটোপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে পেরেছিল, তাঁর প্রয়াণের পর, গত ৩৫ বছরে, প্রকাশিত হয়েছে তার চর্তুগুণ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন - তোমার টানাটানি টিঁকবে না ভাই, রবার যেটা সেটাই রবে। আজ বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড কালের অতলে অন্তর্হিত হয়েছে কিন্তু দেবব্রত বিশ্বাসের গান রয়ে গেছে। বিভিন্ন কোম্পানির লেবেলে এবং ইন্টারনেটে এখনো তাঁর গান প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তবে লক্ষ করা গেছে যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে একই গানের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বিভিন্ন কোম্পানির লেবেলে। পৌনঃপুনিকতা বর্জন করে সেই সব গান বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হল -

রবীন্দ্রসংগীত

১. অকারণে অকালে মোর
২. অন্তর মম বিকশিত করো
৩. অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
৪. অনন্তসাগরমাঝে দাও তরী ভাসাইয়া
৫. অনেক কথা যাও যে বলে
৬. অনেক দিনের আমার যে গান
৭. অনেক দিনের মনের মানুষ
৮. অনেক দিনের শূন্যতা মোর
৯. অমল ধবল পালে লেগেছে
১০. অসীম ধন তো আছে তোমার
১১. অহো, কী দুঃসহ স্পর্ধা
১২. আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে
১৩. আকাশতলে দলে দলে
১৪. আকাশভরা সূর্য-তারা
১৫. আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায়
১৬. আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
১৭. আছ আকাশ-পানে তুলে মাথা
১৮. আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু
১৯. আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে
২০. আজ কি তাহার বারতা পেল
২১. আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার
২২. আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
২৩. আজ তোমারে দেখতে এলেম
২৪. আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
২৫. আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি
২৬. আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে
২৭. আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে দুয়ার কাঁপে
২৮. আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস
২৯. আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
৩০. আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে
৩১. আজি ওই আকাশ-'পরে সুধায় ভরে
৩২. আজি গোধূলিলগনে এই বাদলগগনে
৩৩. আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
৩৪. আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে
৩৫. আজি দখিন- দুয়ার খোলা
৩৬. আজি বর্ষারাতের শেষে
৩৭. আজি বরিষনমুখরিত শ্রাবণরাতি
৩৮. আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
৩৯. আজি শুভদিনে পিতার ভবনে
৪০. আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
৪১. আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে
৪২. আজি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে
৪৩. আজি কমলমুকুলদল খুলিল
৪৪. আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে
৪৫. আজি যত তারা তব আকাশে
৪৬. আঁধার অম্বরে প্রচন্ড ডম্বরু বাজিল
৪৭. আঁধার শাখা উজল করি
৪৮. আধেক ঘুমে নয়ন চুমে
৪৯. আনন্দ তুমি স্বামী
৫০. আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে

চিরপথের সঙ্গী

৫১. আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে
৫২. আমরা নূতন প্রাণের চর
৫৩. আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
৫৪. আমরা যে শিশু অতি
৫৫. আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল
৫৬. আমাদের সখীরে কে নিয়ে যাবে
৫৭. আমায় দাও গো ব'লে
৫৮. আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়
৫৯. আমার কী বেদনা
৬০. আমার জ্বলে নি আলো
৬১. আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়
৬২. আমার ঢালা গানের ধারা
৬৩. আমার দিন ফুরাল ব্যাকুল বাদলসাঁঝে
৬৪. আমার নয়ন -ভুলানো এলে
৬৫. আমার নিশীথরাতের বাদল ধারা
৬৬. আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
৬৭. আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
৬৮. আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ
৬৯. আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
৭০. আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়
৭১. আমার মুখের কথা
৭২. আমার মনের মাঝে যে গান বাজে
৭৩. আমার মাঝে তোমারি মায়া
৭৪. আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে
৭৫. আমার যাবার সময় হল
৭৬. আমার যে গান তোমার পরশ পাবে
৭৭. আমার যে দিন ভেসে গেছে
৭৮. আমার যেতে সরে না মন
৭৯. আমার রাত পোহালো
৮০. আমার শেষ পারানির কড়ি
৮১. আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে
৮২. আমার হারিয়ে- যাওয়া দিন
৮৩. আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
৮৪. আমার একটি কথা বাঁশি জানে
৮৫. আমার মাথা নত করে
৮৬. আমারে যদি জাগালে আজি নাথ
৮৭. আমি কান পেতে রই
৮৮. আমি কী গান গাব যে
৮৯. আমি চঞ্চল হে
৯০. আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী
৯১. আমি তখন ছিলেম মগন গহন
৯২. আমি তারেই জানি তারেই জানি
৯৩. আমি যখন তাঁর দুয়ারে
৯৪. আমি যে গান গাই
৯৫. আমি স্বপনে বয়েছি ভোর
৯৬. আমি হেথায় থাকি শুধু
৯৭. আমি এলেম তারি দ্বারে
৯৮. আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা
৯৯. আয় আয় রে পাগল, ভুলবি রে চল্ আপনাকে
১০০. আয় তবে সহচরী
১০১. আর নাই- যে দেরি, নাই- যে দেরি
১০২. আরো একটু বসো তুমি
১০৩. আরো কিছুক্ষণ না হয় বসিয়ো পাশে
১০৪. আলো আমার আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা
১০৫. আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও
১০৬. আলোয় আলোকময় করে হে
১০৭. আলোর অমল কমলখানি
১০৮. আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া
১০৯. আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল
১১০. আসা-যাওয়ার পথের ধারে
১১১. আহ্বান আসিল মহোৎসবে
১১২. আহা, জাগি পোহালো বিভাবরী
১১৩. উতল-ধারা বাদল ঝরে
১১৪. উদাসিনী-বেশে বিদেশিনী কে সে
১১৫. এ পথে আমি - যে গেছি বার বার
১১৬. এ মণিহার আমায় নাহি
১১৭. এ যে মোর আবরণ ঘুচাতে কতক্ষণ
১১৮. এ শুধু অলস মায়া
১১৯. এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে
১২০. এই কথাটাই ছিলেম ভুলে
১২১. এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন
১২২. এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া
১২৩. এই শ্রাবণ-বেলা বাদল ঝরা
১২৪. এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে
১২৫. এই সকাল বেলার বাদল -আঁধারে
১২৬. এক ফাগুনের গান সে আমার
১২৭. এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
১২৮. এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
১২৯. একটুকু ছোঁওয়া লাগে
১৩০. একদা কী জানি কোন্ পুণ্যের ফলে
১৩১. একদিন চিনে নেবে তারে
১৩২. একলা বসে বাদল-শেষে শুনি কত কী
১৩৩. একি এ সুন্দর শোভা
১৩৪. একি মায়া, লুকাও
১৩৫. একি গভীর বাণী এল
১৩৬. এখন আমার সময় হল
১৩৭. এত দিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে
১৩৮. এত ফুল কে ফোটালে কাননে
১৩৯. এবার আমায় ডাকলে দূরে
১৪০. এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী

চিরপথের সঙ্গী

১৪১. এবার অবগুণ্ঠন খোলো
১৪২. এমন দিনে তারে বলা যায়
১৪৩. এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না
১৪৪. এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে
১৪৫. এল যে শীতের বেলা বরষ-পরে
১৪৬. এলেম নতুন দেশে
১৪৭. এস' এস' বসন্ত, ধরাতলে
১৪৮. এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে
১৪৯. এসেছিলে তবু আস নাই
১৫০. এসো এসো হে তৃষ্ণার জল
১৫১. এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও
১৫২. এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে
১৫৩. এসো শ্যামল সুন্দর
১৫৪. এসো শরতের অমল মহিমা
১৫৫. এসো হে এসো সজল ঘন বাদলবরিষণে
১৫৬. এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ
১৫৭. ও আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার
১৫৮. ও কি এল, ও কি এল না
১৫৯. ও কী কথা বল সখী, ছি, ছি,
১৬০. ও কেন চুরি করে চায়
১৬১. ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে
১৬২. ও চাঁদ, তোমায় দোলা দেবে কে
১৬৩. ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার
১৬৪. ওই আসনতলের মাটির 'পরে
১৬৫. ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
১৬৬. ওই কি এলে আকাশ পারে
১৬৭. ওই ঝঞ্চার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে বাজল
১৬৮. ওই বুঝি কালবৈশাখী
১৬৯. ওই মহামানব আসে
১৭০. ওই মালতীলতা দোলে
১৭১. ওই জানালার কাছে বসে আছে
১৭২. ওই - যে ঝড়ের মেঘের কোলে
১৭৩. ওগো দখিন হাওয়া
১৭৪. ওগো আমার শ্রাবণমেঘের
১৭৫. ওগো কিশোর আজি তোমার দ্বারে
১৭৬. ওগো শেফালিবনের মনের কামনা
১৭৭. ওগো, তোরা কে যাবি পারে
১৭৮. ওগো পথের সাথি, নমি বারম্বার
১৭৯. ওরা অকারণে চঞ্চল
১৮০. ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্
১৮১. ওরে ঝড় নেবে আয়
১৮২. ওরে বকুল পারুল
১৮৩. ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে
১৮৪. ওরে যায় না কি জানা
১৮৫. ওরে চিত্ররেখাডোরে
১৮৬. ওরে সাবধানী পথিক
১৮৭. ওরে আয় রে তবে, মাত্ রে
১৮৮. ওরে, যেতে হবে, আর দেরি নাই
১৮৯. ওলো শেফালি, ওলো শেফালি
১৯০. ওহে সুন্দর, মরি মরি
১৯১. কখন বাদল- ছোঁওয়া লেগে
১৯২. কথা কোস্ নে লো রাই
১৯৩. কদম্বেরই কানন ঘেরি আষাঢ়মেঘের ছায়া
১৯৪. কূল থেকে মোর গানের তরী
১৯৫. ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো
১৯৬. ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো (রাশিয়ান ভাষায়)
১৯৭. ক্ষমা করো মোরো সখী
১৯৮. কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও
১৯৯. কাছে ছিলে, দূরে গেলে
২০০. কাছে তার যাই যদি
২০১. কাছে থেকে দূর রচিল
২০২. কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে
২০৩. কার মিলন চাও বিরহী
২০৪. কার যেন এই মনের বেদন
২০৫. কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায়
২০৬. কিছু বলব বলে এসেছিলেম
২০৭. কী করিলি মোহের ছলনে
২০৮ কিছুই তো হল না
২০৯. কী বেদনা মোর জানো সে কি
২১০. কী হল আমার ! বুঝি বা সখী
২১১. কে এসে যায় ফিরে ফিরে
২১২. কে গো অন্তরতর সে
২১৩. কে দিল আবার আঘাত
২১৪. কে যেতেছিস, আয় রে হেথা
২১৫. কেন আমায় পাগল করে যাস
২১৬. কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাস
২১৭. কেন চেয়ে আছ, গো মা,
২১৮. কেন তোমরা আমায় ডাক
২১৯. কেন যে মন ভোলে
২২০. কেন রে চাস ফিরে ফিরে
২২১. কেন সারাদিন ধীরে ধীরে
২২২. কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীনহীন
২২৩. কোথা ছিলি সজনী লো
২২৪. কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে
২২৫. কোথা যে উধাও হল
২২৬. কোন্ খেপা শ্রাবণ ছুটে এল
২২৭. কোন্ গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে
২২৮. কোন্ পুরাতন প্রাণের
২২৯. কোলাহল তো বারণ হল
২৩০. গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে

২৩১. গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ
২৩২. গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া
২৩৩. গহন রাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে
২৩৪. গান আমার যায় ভেসে যায়
২৩৫. গানের ঝরনাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায়
২৩৬. গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
২৩৭. গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে
২৩৮. গায়ে আমার পুলক লাগে
২৩৯. গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা
২৪০. গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে
২৪১. চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন
২৪২. চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে
২৪৩. চিত্ত আমার হারালো আজ
২৪৪. চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে
২৪৫. চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো
২৪৬. চোখের আলোয় দেখেছিলেম
২৪৭. চোখের আলোয় দেখেছিলেম (ফরাষী ভাষায়)
২৪৮. ছাড়্ গো তোরা ছাড়্গো
২৪৯. ছায়া ঘনাইছে বনে বনে
২৫০. ছিল যে পরানের অন্ধকারে
২৫১. জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
২৫২. জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ
২৫৩. জয় তব বিচিত্র আনন্দ
২৫৪. জয় হোক , জয় হোক
২৫৫. জাগ' জাগ' রে জাগ' সঙ্গীত
২৫৬. জানি জানি, তুমি এসেছ এ পথে
২৫৭. জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার
২৫৮. জানি নাই গো সাধন
২৫৯. জানি তোমার অজানা
২৬০. জীবন আমার চলছে যেমন
২৬১. জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
২৬২. ঝরঝর বরিষে বারিধারা
২৬৩. ঝরে ঝরো ঝরো ভাদরবাদর, বিরহকাতর শর্বরী
২৬৪. ঝরো-ঝরো- ঝরো-ঝরো
২৬৫. ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু, আসিনু তব পাশে
২৬৬. ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে
২৬৭. ডেকো না আমারে, ডেকো না, ডেকো না
২৬৮. ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদে
২৬৯. তুই রে বসন্তসমীরণ
২৭০. তপের তাপের বাঁধন কাটুক
২৭১. তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে
২৭২. তুমি কি কেবলই ছবি
২৭৩. তুমি কি গো পিতা আমাদের
২৭৪. তুমি কিছু দিয়ে যাও, মোর প্রাণে
২৭৫. তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক
২৭৬. তুমি খুশি থাক আমার পানে চেয়ে
২৭৭. তুমি জানো, ওগো অন্তর্যামী
২৭৮. তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
২৭৯. তুমি তো সেই যাবেই চলে
২৮০. তুমি যে আমারে চাও
২৮১. তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
২৮২. তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
২৮৩. তুমি আছ কোন্ পাড়া
২৮৪. তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ
২৮৫. তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল
২৮৬. তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
২৮৭. তরীতে পা দিই নি আমি
২৮৮. তার হাতে ছিল
২৮৯. তারে দেহো গো আনি
২৯০. তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি
২৯১. তিমিরদুয়ার খোলো
২৯২. তোমরা যা বল তাই বল
২৯৩. তোমাদের দান যশের ডালায়
২৯৪. তোমায় চেয়ে আছি
২৯৫. তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে
২৯৬. তোমার আসন পাতব কোথায়
২৯৭. তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না
২৯৮. তোমার কাছে এ বর মাগি
২৯৯. তোমার দ্বারে কেন আসি
৩০০. তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি
৩০১. তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
৩০২. তোমার নাম জানি নে, সুর জানি
৩০৩. তোমার পূজার ছলে তোমায়
৩০৪. তোমার মনের একটি কথা আমায় বলো
৩০৫. তোমার রঙিন পাতায় লিখব প্রাণের কোন্ বারতা
৩০৬. তোমার হল শুরু
৩০৭. তোমার হল শুরু (জার্মান ভাষায়)
৩০৮. তোমার মোহন রূপে
৩০৯. তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও
৩১০. তোমার সুরের ধারা ঝরে
৩১১. তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ
৩১২. তোমারি নাম বলব
৩১৩. তোমারি নামে নয়ন মেলিনু
৩১৪. তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন
৩১৫. তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
৩১৬. তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
৩১৭. তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
৩১৮. তোরা যে যা বলিস ভাই
৩১৯. দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে
৩২০. দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি
৩২১. দুইটি হৃদয়ে একটি আসন

৩২২. দখিন-হাওয়া জাগো জাগো
৩২৩. দুজনে এক হয়ে যাও (আবৃত্তি)
৩২৪. দ্বারে কেন দিলে নাড়া
৩২৫. দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে
৩২৬. দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
৩২৭. দারুণ অগ্নিবাণে রে
৩২৮. দিন পরে যায় দিন
৩২৯. দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়
৩৩০. দিবানিশি করিয়া যতন
৩৩১. দিয়ে গেনু বসন্তের এই
৩৩২. দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে
৩৩৩. দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে
৩৩৪. দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব
৩৩৫. দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ
৩৩৬. দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা
৩৩৭. দেখো ওই কে এসেছে
৩৩৮. দেখো, দেখো, দেখো শুকতারা আঁখি মেলি
৩৩৯. দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
৩৪০. দেশে দেশে ভ্রমি তব
৩৪১. দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে
৩৪২. ধরণী, দূরে চেয়ে কেন আজ
৩৪৩. ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
৩৪৪. ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি
৩৪৫. ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া
৩৪৬. ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসো হে
৩৪৭. নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
৩৪৮. নব কুন্দধবলদলসুশীতলা
৩৪৯. নব বসন্তের দানের ডালি
৩৫০. নবজীবনের যাত্রাপথে দাও
৩৫১. নমো নমো, নমো নমো, নমো নমো, তুমি সুন্দরতম
৩৫২. নমো, নমো, নমো করুণাঘন, নমো হে
৩৫৩. নমো, নমো, নমো তুমি ক্ষুধার্তজনশরণ্য
৩৫৪. নমো, নমো। নির্দয় অতি করুণা তোমার
৩৫৫. নয় নয় এ মধুর খেলা
৩৫৬. নয়ন ছেড়ে গেলে চলে
৩৫৭. না, না গো না
৩৫৮. নাই বা এলে যদি সময় নাই
৩৫৯. নাই বা ডাকো রইব তোমার দ্বারে
৩৬০. নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা
৩৬১. নাচ্ শ্যামা, তালে তালে
৩৬২. নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে
৩৬৩. নিভৃত প্রাণের দেবতা
৩৬৪. নির্মল কান্ত, নমো হে নমো
৩৬৫. নিশীথরাতের প্রাণ
৩৬৬. নিশীথে কী কয়ে
৩৬৭. নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়
৩৬৮. নীল আকাশের কোণে কোণে ওই বুঝি
৩৬৯. নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল
৩৭০. নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে
৩৭১. নীল-অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর
৩৭২. পথিক মেঘের দল জোটে ওই
৩৭৩. পথে চলে যেতে যেতে
৩৭৪. পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়
৩৭৫. পুব -সাগরের পার হতে
৩৭৬. পুব -হাওয়াতে দেয় দোলা
৩৭৭. প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে
৩৭৮. প্রথম আদি তব শক্তি
৩৭৯. প্রথম আলোর চরণধ্বনি
৩৮০. প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে (গান ও আবৃত্তি)
৩৮১. পূর্বাচলের পানে তাকাই
৩৮২. প্রভু আমার, প্রিয় আমার
৩৮৩. প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন
৩৮৪. প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
৩৮৫. পুরাতনকে বিদায় দিলে না যে
৩৮৬. পুরানো জানিয়া চেয়ো না
৩৮৭. পুরানো সেই দিনের কথা
৩৮৮. প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী
৩৮৯. পুষ্প দিয়ে মারো যারে
৩৯০. পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে জানিয়ে দে
৩৯১. পাগলা হাওয়ার বাদল - দিনে
৩৯২. পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো ভাই
৩৯৩. পোহালো পোহালো বিভাবরী
৩৯৪. পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
৩৯৫. ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়
৩৯৬. ফাগুনের নবীন আনন্দে
৩৯৭. ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা
৩৯৮. বকুলগন্ধে বন্যা এল
৩৯৯. বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়
৪০০. বুঝি বেলা বহে যায়
৪০১. বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙেছে প্রণয়
৪০২. বড়ো আশা করে এসেছি গো
৪০৩. বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ
৪০৪. বনে এমন ফুল ফুটেছে
৪০৫. ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে
৪০৬. বর্ষ ওই গেল চলে
৪০৭. বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমারি এ দ্বারে
৪০৮. বল্, গোলাপ, মোরে বল
৪০৯. বলি গো সজনী, যেয়ো না
৪১০. বলি, ও আমার গোলাপ-বালা
৪১১. বৃষ্টিশেষের হাওয়া কিসের খোঁজে বইছে

চিরপথের সঙ্গী

৪১২. বসন্ত তার গান লিখে যায়
৪১৩. বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল
৪১৪. বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল
৪১৫. বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা
৪১৬. বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা
৪১৭. বহু যুগের ও পার হতে
৪১৮. বাজাও তুমি, কবি, তোমার সঙ্গীত
৪১৯. বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে
৪২০. বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল
৪২১. বাদল-ধারা হল সারা, বাজে বিদায়- সুর
৪২২. বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা
৪২৩. বাদল-মেঘে মাদল বাজে
৪২৪. বাধা দিলে বাধবে লড়াই
৪২৫. বাসন্তি, হে ভূবনমোহিনী
৪২৬. বিদায় যখন চাইবে তুমি
৪২৭. বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে
৪২৮. বিশ্ব যখন নিদ্রামগন
৪২৯. বিশ্ব-বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে
৪৩০. বিশ্ব-সাথে যোগে যেথায় বিহারো
৪৩১. বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা
৪৩২. বৈশাখ হে, মৌনী তাপস
৪৩৩. বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া
৪৩৪. ভুবনেশ্বর হে, মোচন কর' বন্ধন সব
৪৩৫. ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়
৪৩৬. ভাঙল হাসির বাঁধ
৪৩৭. ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও
৪৩৮. ভালো যদি বাস, সখী,
৪৩৯. ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে
৪৪০. ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
৪৪১. ভাসিয়ে দে তরী তবে
৪৪২. ভেঙ্গেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
৪৪৩. ভেবেছিলেম আসবে ফিরে
৪৪৪. ভোর হল যেই শ্রাবণশর্বরী
৪৪৫. মধুঋতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে
৪৪৬. মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে
৪৪৭. মধুর মিলন হাসিতে মিলেছে হাসি
৪৪৮. মন মোর মেঘের সঙ্গী
৪৪৯. মন যে বলে চিনি চিনি
৪৫০. মন, জাগ' মঙ্গললোকে অমল অমৃতময়
৪৫১. মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে
৪৫২. মনে রয়ে গেল মনের কথা-
৪৫৩. মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম
৪৫৪. মম অন্তর উদাসে
৪৫৫. মম দুঃখের সাধন
৪৫৬. মম মন-উপবনে চলে অভিসারে
৪৫৭. মলিন মুখে ফুটুক হাসি
৪৫৮. মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে
৪৫৯. মহারাজ, একি সাজে এলে
৪৬০. মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ, হে
৪৬১. মা আমার, কেন তোরে ম্লান নেহারি
৪৬২. মা, আমি তোর কী করেছি
৪৬৩. মা, একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রানন
৪৬৪. মেঘ বলেছে 'যাব যাব'
৪৬৫. মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
৪৬৬. মেঘের পরে মেঘ জমেছে
৪৬৭. মেঘেরা চলে চলে যায়
৪৬৮. মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার
৪৬৯. মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো
৪৭০. মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি
৪৭১. মোরা ভাঙব তাপস, ভাঙব তোমার
৪৭২. মোরে ডাকি লয়ে যাও
৪৭৩. যখন এসেছিলে অন্ধকারে চাঁদ ওঠেনি
৪৭৪. যতবার আলো জ্বালাতে চাই
৪৭৫. যদি তারে নাই চিনি গো সে কি
৪৭৬. যা পেয়েছি প্রথম দিনে
৪৭৭. যাবই আমি যাবই
৪৭৮. যাবার দিনে এই কথাটি
৪৭৯. যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়
৪৮০. যায় নিয়ে যায় আমায় নিয়ে যায়
৪৮১. যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
৪৮২. যারা বিহান-বেলায় গান এনেছিল
৪৮৩. যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়
৪৮৪. যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে
৪৮৫. যে দিন সকল মুকুল গেল ঝরে
৪৮৬. যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি
৪৮৭. যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
৪৮৮. যেতে দাও যেতে দাও গেল যারা
৪৮৯. যেতে যেতে একলা পথে
৪৯০. রুদ্রবেশে কেমন খেলা
৪৯১. রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি
৪৯২. রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে
৪৯৩. রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা
৪৯৪. লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি
৪৯৫. শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে
৪৯৬. শুধু তোমার বাণী নয় গো
৪৯৭. শুধু যাওয়া আসা
৪৯৮. শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি
৪৯৯. শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার
৫০০. শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণছটামাঝে
৫০১. শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে

৫০২. শ্যামল শোভন শ্রাবণ, তুমি
৫০৩. শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
৫০৪. শরত-আলোর কমলবনে বাহির হয়ে
৫০৫. শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে
৫০৬. শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে-
৫০৭. শ্রাবণবরিষন পার হয়ে কী বাণী
৫০৮. শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার
৫০৯. শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুত চমকিয়া যায়
৫১০. শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
৫১১. শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙবে
৫১২. শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথযামিনী রে
৫১৩. শিউলি ফুল, শিউলি ফুল, কেমন ভুল, এমন ভুল
৫১৪. শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই ফুরোল
৫১৫. শীতের বনে কোন্ সে কঠিন আসবে ব'লে
৫১৬. শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
৫১৭. শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে
৫১৮. সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়
৫১৯. সকলকলুষতামসহর, জয় হোক তব জয়
৫২০. সকালবেলার আলোয় বাজে
৫২১. সখা, তুমি আছ কোথা
৫২২. সখা,সাধিতে সাধাতে কত সুখ
৫২৩. সখী, ভাবনা কাহারে বলে
৫২৪. সখী, সে গেল কোথায়
৫২৫. সুখে আমায় রাখবে কেন
৫২৬. সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি
৫২৭. সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণধারা
৫২৮. সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
৫২৯. সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
৫৩০. সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
৫৩১. সব দিবি কে সব দিবি পায়
৫৩২. স্বপ্নে আমার মনে হল
৫৩৩. স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে
৫৩৪. সমুখে শান্তিপারাবার
৫৩৫. সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই
৫৩৬. সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ
৫৩৭. সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা
৫৩৮. সহসা ডালপালা তোর উতলা যে
৫৩৯. সাধ ক'রে কেন, সখা, ঘটাবে গেরো
৫৪০. সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে ?
৫৪১. সারা নিশি ছিলেম শুয়ে বিজন ভুঁয়ে
৫৪২. সারা বরষ দেখিনে, মা
৫৪৩. সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
৫৪৪. সে কি ভাবে গোপন রবে
৫৪৫. সে কোন্ পাগল যায়
৫৪৬. সে দিন আমায় বলেছিলে
৫৪৭. সে দিন দুজনে দুলেছিনু বনে
৫৪৮. সে যে বাহির হল আমি জানি
৫৪৯. সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস
৫৫০. সেই তো আমি চাই
৫৫১. সেই তো বসন্ত ফিরে এল
৫৫২. সেই ভালো, সেই ভালো
৫৫৩. হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
৫৫৪. হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী
৫৫৫. হৃদয় মোর কোমল অতি
৫৫৬. হৃদয়ে ছিলে জেগে
৫৫৭. হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু
৫৫৮. হা, কে বলে দেবে
৫৫৯. হায় অতিথি, এখনি কি হল তোমার যাবার বেলা
৫৬০. হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন
৫৬১. হাসি কেন নাই ও নয়নে
৫৬২. হাহাহাহা হাহাহাহা, বালকের দল
৫৬৩. হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
৫৬৪. হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে
৫৬৫. হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে
৫৬৬. হে ক্ষণিকের অতিথি
৫৬৭. হে নূতন, দেখা দিক আর-বার
৫৬৮. হে নিরুপমা
৫৬৯. হে মাধবী, দ্বিধা কেন
৫৭০. হে মোর দেবতা
৫৭১. হেথা যে গান গাইতে আসা
৫৭২. হেমন্তে কোন্ বসন্তেরই বাণী
৫৭৩. হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
৫৭৪. হেলাফেলা সারা বেলা একি খেলা আপন-সনে

ইংরাজিতে অনূদিত রবীন্দ্রসংগীত ঃ

৫৭৫. IN THE DEEP SHADOWS OF THE RAINY JULY (গান ও আবৃত্তি)
৫৭৬. IT DECKS ME ONLY TO MOCK ME
৫৭৭. SPRING FLOWERS HAVE WOVEN
৫৭৮. THINE IS THIS A BEGINNING
৫৭৯. THIS WEARINESS FORGIVE ME
৫৮০. WE WAITED BY THE WAYSIDE
৫৮১. WITH A HIGH HOPE

বেদগান ঃ

৫৮২. ত্বমীশ্বরাণাং
৫৮৩. ত্বমাদি দেব পুরুষঃ পুরাণঃ
৫৮৪. মা মিৎ কিল ত্বং

রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কবির রচনাঃ

৫৮৫. অজ্ঞানতমবিদূরকারিণী
৫৮৬. অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে
৫৮৭. অন্ধকারের পার হতে
৫৮৮. অনন্ত অপার তোমায় কে জানে
৫৮৮. অনেক রক্ত ঝরেছে
৫৯০. অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি
৫৯১. আকাশটা তত দূরে নয়
৫৯২. আদিনাথ প্রণবরূপ সম্পূরণ
৫৯৩. আমরা আছি কাছাকাছি ভয় কি তোদের
৫৯৪. আমার প্রতিবাদের ভাষা
৫৯৫. আমার বোতল নিবি কে রে
৫৯৬. আমার মনের মানুষ বাইরে খুঁজলাম
৫৯৭. আমি আহত এক ডানা ভেঙে যাওয়া পাখি
৫৯৮. আলোর চোখের আলো তুমি
৫৯৯. এ কী অপরূপ রূপে
৬০০. এ যে অন্ধকারে বসে বন্ধ দ্বারে
৬০১. এই কন্টকময় বন্ধুর পথ
৬০২. এতো কেন ভুল হল
৬০৩. এসো মুক্ত কর
৬০৪. ও আলোর পথযাত্রী
৬০৫. ওই তারা চলে দলে দলে
৬০৬. ওই দেখা যায় গাঙের বাঁকে
৬০৭. ক্যারে হ্যারায় আমারে
৬০৮. কলকাতা কেবল ভুলে ভরা
৬০৯. কিছু রঙ দিয়ো
৬১০. কে গো তুমি নাটোয়ার
৬১১. কেন মনে হয়
৬১২. কোথায় যাবে তুমি-১
৬১৩. কোথায় যাবে তুমি-২
৬১৪. গাও হে তাহার নাম
৬১৫. চরণে তোমার দাও মোরে ঠাঁই
৬১৬. চলো চলো হে মুক্তিসেনানী
৬১৭. চান্দ্ সুরজ্ গ্রহ তারা
৬১৮. জয় হে, জয় জয় জয় হে
৬১৯. জোর পায়ে চলিব
৬২০. তুমি দেবাদিদেব
৬২১. তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
৬২২. তোরা যে জাত বাঙালী
৬২৩. থেমোনা, থেমোনা, মেনোনা মৃতুর গ্লানি
৬২৪. দেশ ভেঙেছে তাই বলে
৬২৫. দোলনচাঁপা বনে দোলে
৬২৬. না, না, না, মানবো না, মানবো না
৬২৭. পথে এবার নামো সাথী
৬২৮. প্রণমামি অনাদি অনন্ত
৬২৯. প্রেমের ঠাকুর তুমি আমাদের
৬৩০. বনকুন্তল এলায়ে
৬৩১. বন্দেমাতরম্
৬৩২. ব্রাত্যের গুরুবন্দনা ১ (গুরুদেব, গুরুদেব)
৬৩৩. ব্রাত্যের গুরুবন্দনা ২ (বিশ্ববীণার কলধ্বনি)
৬৩৪. বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে
৬৩৫. বেলা শেষের বাঁশি ওগো
৬৩৬. মহাসাগরের ডাক শুনেছি
৬৩৭. মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য (আংশিক)
৬৩৮. যদি কিছু আমারে শুধাও
৬৩৯. শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল
৬৪০. শোনো বাংলার জনসমুদ্রে
৬৪১. স্বাধীন ভারত স্বাধীন
৬৪২. সুরে আছিল সুরে বান
৬৪৩. সাবধান, সাবধান, আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
৬৪৪. হ্যেঁইয়ো হো, হ্যেঁইয়ো হো, ঝড়ে ভাঙা ঘর কত
৬৪৫. হাতে মোদের কে দেবে সেই ভেরী
৬৪৬. এই ভুবন আলোয়

দেবব্রত বিশ্বাসের আত্মজীবনী 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত' -এর থেকে জানা যায় যে ১৯৩৫ সালে প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্ত 'সেনোলা রেকর্ডিং কোম্পানি'তে নিয়ে যান দেবব্রত বিশ্বাসকে, যেখানে তাঁর পরিচয় হয় কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে। কাজী নজরুল নিজে তাঁকে গান শিখিয়ে দুটি গান রেকর্ড করান। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে গানদুটি অপ্রকাশিত রয়ে যায়। এর একটি হল, 'মোর ভুলিবার সাধনায় কেন সাধ বাদ'। এ দুটি গান প্রকাশ হলে, তা হত দেবব্রত বিশ্বাসের সংগীত জীবনের প্রথম রেকর্ড।

বারম্বার তাঁর সংগীতকে রুদ্ধ করার প্রচেষ্টার প্রতিবাদে দেবব্রত বিশ্বাস রেকর্ডিং করা বন্ধ করে দেন ১৯৭১ সাল থেকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, 'তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে', 'অসুন্দরের পরম বেদনায়' এবং আরো বেশ কিছু গান, তিনি রেকর্ডিং কোম্পানিতে রেকর্ড করে দিয়েছিলেন যা তৎকালীন বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড এর অনুমোদন পায় নি। আজ বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড নেই। নেই তাদের রক্তচক্ষু বা একুশে আইন। কিন্তু নিদারুণ পরিতাপের বিষয় এই যে এই সব অপ্রকাশিত গান রেকর্ডিং কোম্পানির বাক্সে আজ-ও বন্দি হয়ে পড়ে আছে। বহু সংগ্রাহক আজ-ও স্বগর্বে ঘোষণা করেন দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে গীত অশ্রুত/অপ্রকাশিত গান তাদের সংগ্রহে বর্তমান, অথচ তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো উৎসাহ দেখান না। এই সব রুদ্ধসংগীতের মুক্তি কবে ও কি ভাবে ঘটবে, এ প্রশ্নের উত্তর এই লেখকের অজানা।

যে অবিচার জীবদ্দশায় শিল্পীর প্রতি করা হয়েছিল, তা আজ-ও কি বহুল পরিমাণে বর্তমান নয়?

দ্বৈত ও সমবেত সংগীতে দেবব্রত বিশ্বাস

জয়ন্তানুজ ঘোষ

দেবব্রত বিশ্বাসের যত গান আজ অবধি প্রকাশিত হয়েছে, পৌনঃপুনিকতা বাদ দিলে তার সংখ্যা ৬৪৬। এর মধ্যে সিংহভাগ গানই শিল্পীর একক কণ্ঠে। ৫৩টি গানের হদিশ আমরা পাচ্ছি যেখানে দেবব্রত বিশ্বাস দ্বৈত (Duet) বা সমবেত (Chorus) সংগীতে কণ্ঠদান করেছেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত যেমন আছে, তেমনি আছে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কবির রচনা। কখনো সে গান প্রকাশিত হয়েছে ডিস্কে (78RPM/EP/LP), আবার কখনো বা শোনা গেছে চলচ্চিত্রে। সেই সব দ্বৈত এবং সমবেত সংগীতের তালিকা আমরা নিচে সাজিয়ে দিলাম। চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গানগুলির পাশে চলচ্চিত্রের নাম সংযোজিত করা হল।

দ্বৈত সংগীত (Duet)

	রবীন্দ্রসংগীত	সহযোগী শিল্পী	চলচ্চিত্রের নাম
১	সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান	কনক দাস	
২	হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব	কনক দাস	
৩	ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে	কনক দাস	
৪	ওই ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে বাজল	কনক দাস	
৫	আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে	গীতা নাহা	
৬	অনেক দিনের শূণ্যতা মোর	গীতা নাহা	
৭	আষাঢ়, কোথা হতে আজ	পদ্মিনী দাসগুপ্ত	
৮	রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে	পদ্মিনী দাসগুপ্ত	
৯	চিত্ত আমার হারালো আজ	পদ্মিনী দাসগুপ্ত	
১০	প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী (আংশিক)	পদ্মিনী দাসগুপ্ত	
১১	আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে	পদ্মিনী দাসগুপ্ত	
১২	কোথা যে উধাও হল	পদ্মিনী দাসগুপ্ত	
১৩	আকাশভরা সূর্য-তারা	পদ্মিনী দাসগুপ্ত	
১৪	রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা	পদ্মিনী দাসগুপ্ত	
১৫	পাগলা হাওয়ার বাদল- দিনে	পদ্মিনী দাসগুপ্ত	
১৬	পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে	পূষন্ মজুমদার	
১৭	এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না	কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৮	আজি কমলমুকুলদল খুলিল	কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৯	এ মণিহার আমায় নাহি + IT DECKS ME	পূরবী মুখোপাধ্যায়	
২০	ও কি এল, ও কি এল না	পূরবী মুখোপাধ্যায়	
২১	ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো + THIS WEARINESS	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	
২২	সেই তো বসন্ত ফিরে এল	অদিতি সেনগুপ্ত	
২৩	একি গভীর বাণী এল	অদিতি সেনগুপ্ত	
২৪	একি গভীর বাণী এল	ইন্দ্রানী সেন	
২৫	কেন চেয়ে আছ, গো মা	সুশীল মল্লিক	যুক্তি তক্কো গপ্পো (১৯৭৪)
২৬	যে রাতে মোর দুয়ারগুলি	গীতা ঘটক	**মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০)**
২৭	আনন্দ তুমি স্বামী	বনানী ঘোষ	
২৮	তিমিরদুয়ার খোলো	বনানী ঘোষ	
২৯	অন্তর মম বিকশিত করো	বনানী ঘোষ	
৩০	আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে	বনানী ঘোষ	

৩১	তোমরা যা বল তাই বল * এই চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ অংশে রেডিওতে উপরোক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতটি দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে বাজতে শোনা যায়। সেই গানের সাথে গলা মেলান রুমা গুহঠাকুরতা	রুমা গুহঠাকুরতা	**পঞ্চশর (১৯৬৮)***

	রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কবির রচনা	**সহযোগী শিল্পী**	**চলচ্চিত্রের নাম**
১	জয় জয় জয় হে	পদ্মিনী দাসগুপ্ত	**হরপার্বতী(১৯৭১)**
২	ও আলোর পথযাত্রী	প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়	
৩	হাতে মোদের কে দেবে সেই ভেরী	প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়	
৪	মা মিৎ কিল ত্বং (সংস্কৃত স্তোত্র)	বাণী ঠাকুর	
৫	প্রেমের ঠাকুর তুমি আমাদের	সুপ্রভা সরকার	
৬	এই ভুবন আলোয়	সুপ্রভা সরকার	

সমবেত সংগীত (Chorus)

	রবীন্দ্রসংগীত	**সহযোগী শিল্পী**	**চলচ্চিত্রের নাম**
১	ওগো কিশোর আজি তোমার দ্বারে	হেমন্তমুখোপাধ্যায়, অশোকবন্দ্যোপাধ্যায় গীতা নাহা, চিত্রা মজুমদার ও সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়	
২	দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুপ্রীতি ঘোষ, কণিকা মুখোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়	
৩	তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুপ্রীতি ঘোষ, কণিকা মুখোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়	
৪	জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে	কনকদাস, গীতা নাহা, জগন্ময় মিত্র, দ্বিজেন চৌধুরী, নীহারবিন্দু সেন, সুপ্রীতি ঘোষ ও সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়	
৫	আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও	রথীন চৌধুরী, সুপ্রীতি ঘোষ ও সাবিত্রী নাহা	**দত্তা (১৯৫১)**

	রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কবির রচনা	**সহযোগী শিল্পী**	**চলচ্চিত্রের নাম**
১	বন্দেমাতরম্	কনক দাস, গীতা নাহা, জগন্ময় মিত্র দ্বিজেন চোধুরী, নীহারবিন্দু সেন, সুপ্রীতি ঘোষ ও সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়	
২	অজ্ঞানতম বিদূরকারিণী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সমরেশ রায়	**ভুলি নাই (১৯৪৮)**
৩	জয় হে, জয় জয় জয় হে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিনয় অধিকারী ও সমরেশ রায়	**দেবী চৌধুরাণী(১৯৪৯)**
৪	অন্ধকারের পার হতে	অজ্ঞাত	**দেবী চৌধুরাণী(১৯৪৯)**
৫	স্বাধীন ভারত স্বাধীন	অশোক মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় শচীন গুপ্ত, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	**ওরে যাত্রী(১৯৫১)**
৬	এই কন্টকময় বন্ধুর পথ	সমরেশ রায়, রত্না গুপ্ত, বেলা মুখোপাধ্যায়, লিলি ঘোষ প্রমুখ	**'৪২ (১৯৫১)**
৭	অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি	প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য	**কোমল গান্ধার (১৯৬১)**
৮	বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে	অজ্ঞাত	**কোমল গান্ধার(১৯৬১)**
৯	হোঁইযো হো, হোঁইয়ো হো, ঝড়ে ভাঙা ঘর কত	প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য	**কোমল গান্ধার(১৯৬১)**
১০	এসো মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার	প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য	**কোমল গান্ধার(১৯৬১)**
১১	জোর পায়ে চলিব	হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য	**হাঁসুলি বাঁকের উপকথা (১৯৬২)**

দ্বৈত এবং সমবেত সংগীতের তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে এমন সব তথ্যের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা যার থেকে প্রমাণ হয় যে উপরোক্ত তালিকার বাইরেও দেবব্রত বিশ্বাস আরো কিছু দ্বৈত/সমবেত সংগীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৮ সাল নাগাদ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় একটি ছায়াছবির নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিসাবে দেবব্রত বিশ্বাস প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন একটি কোরাস গানে। এই চলচ্চিত্রের নাম বা গানের কথা (lyrics) অজ্ঞাত রয়ে গেছে। আবার ১৯৫২ সালে হরিপ্রসন্ন দাসের সংগীত পরিচালনায় 'সহসা' ছায়াছবিতে দেবব্রত বিশ্বাস একটি সমবেত সংগীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে তাঁর সহশিল্পী ছিলেন সুচিত্রা মিত্র, পূরবী মুখোপাধ্যায় প্রমূখ। এই গানের কথাও (lyrics) কিন্তু অজ্ঞাত। একই ভাবে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সংগীত পরিচালনায় ১৯৬২ সালে দেবব্রত বিশ্বাস কণ্ঠদান করেন 'কুমারী মন' ছায়াছবিতে। দুঃখের বিষয় এই গানের কথাও অজানা রয়ে গেছে এবং তিনি একক, দ্বৈত বা সমবেত, কোন ধরণের গান গেয়েছিলেন, তাও আজ জানা যায় না।

'সহসা', 'কুমারী মন' ইত্যাদি চলচ্চিত্রের প্রিন্ট আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই গানগুলি অশ্রুত ও গানের কথা অজ্ঞাতই রয়ে যায়। যদি কোনদিন কোন চলচ্চিত্র সংগ্রহশালায় বা সংগ্রাহকের সংগ্রহে এই সব ছায়াছবির সন্ধান পাওয়া যায়, একমাত্র তাহলেই হারিয়ে যাওয়া এই দুষ্প্রাপ্য গানগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

সঙ্গীত নির্দেশক দেবব্রত বিশ্বাস

নাটক ঃ উলুখাগড়া

নাট্যকার	ঃ	**শ্রী সঞ্জীব (শম্ভু মিত্র)**
প্রথম অভিনয়	ঃ	**ইবিআর ম্যানসন ইনস্টিটিউট (বর্তমানের নেতাজী মঞ্চ) ১২ অগস্ট, ১৯৫০**
মঞ্চসজ্জা	ঃ	**বংশীলাল চন্দ্রগুপ্ত এবং গণেশ চন্দ্র বসু**
সঙ্গীত	ঃ	**দেবব্রত বিশ্বাস এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র**

নাটক ঃ চার অধ্যায়

মূল নাটক	ঃ	**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**
সম্পাদনা	ঃ	**শম্ভু মিত্র**
প্রথম অভিনয়	ঃ	**শ্রীরঙ্গম, ২১ অগস্ট, ১৯৫১**
শেষ অভিনয়	ঃ	**রবীন্দ্রসদন, ১২ জানুয়ারি, ১৯৭৮**
মঞ্চসজ্জা	ঃ	**অশোক মজুমদার**
আলো	ঃ	**তাপস সেন**
সঙ্গীত	ঃ	**দেবব্রত বিশ্বাস**

দেবব্রত বিশ্বাস স্মরণ কমিটি / বাহার মিউজিক প্রকাশিত বই, ডিভিডি এবং সিডি-র তালিকা ঃ

১) ‘আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন’, শতবর্ষ স্মরণ গ্রন্থ

২) ‘তোমরা যা বলো তাই বলো’ - গানের সিডি

৩) ‘উন্মুক্ত ব্রাত্যজন’ - তথ্যচিত্রের ডিভিডি

৪) ‘দূর হতে এসো কাছে’ - দুটি গানের সিডি-র প্যাক

৫) ‘বসন্ত জাগ্রত দ্বারে’ - দুটিগানের সিডি-র প্যাক

৬) ‘গানের তরী দিলেম খুলে’ - MP3 CD

৭) ‘যতো শুনিয়েছিলেম গান’ - MP3 CD

৮) ‘বাদল-হাওয়া পাগল হল’ - MP3 CD

৯) ‘সাজিয়ে এনেছি ডালা’ - MP3 CD

যোগাযোগ ঃ

info@debabratabiswas.in
baharmusic2015@gmail.com
Ph : 9474469250 / 9330297946
Visit : www.debabratabiswas.in

With Best Compliments from :

TrioTrend EXPORTS PRIVATE LIMITED

চিরপথের সঙ্গী

A Tribute to the Legend

From
Namita Banerjee &
Tushar Kr. Banerjee
Soma banerjee & Ashoke Banerjee
Abira Banerjee & Ajit Banerjee
Neel & Akash
Bangalore

Tribute to the all time
greatest singer of
Rabindra Sangeet

From
Mr. Supriya Deb
North West London
UK